

শব্দ

শব্দের প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিভাগ মনে রাখার কৌশল,

শব্দ কত প্রকার এই নিয়ে সহজ একটা কৌশল,

গদ্য অত উপরে

গ - গঠন অনুসারে - দু - দুই প্রকার (মৌলিক, সাধিত)

অ - অর্থ অনুসারে - ত - তিন প্রকার (যৌগিক, রুচি যোগরূঢ়)

উ - উৎস অনুসারে - প - পাঁচ প্রকার (তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী)

শব্দ শ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা যায় ইহা মনে রাখার কৌশল,

পাঁচ পদের অনুযোজক আবেগশব্দ

- ১ বিশেষ্য : নামবাচক শব্দ ।
- ২ সর্বনাম : নামের পরিবর্তনবাচক শব্দ ।
- ৩ বিশেষণ : দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণবাচক শব্দ ।
- ৪ ক্রিয়া : কর্মবাচক শব্দ ।
- ৫ ক্রিয়া বিশেষণ : ক্রিয়া বিশেষণবাচক শব্দ ।
- ৬ অনুসর্গ : সম্পর্ক স্থাপনবাচক শব্দ ।
- ৭ যোজক : সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচনবাচক শব্দ ।
- ৮ আবেগশব্দ : আবেগবাচক শব্দ ।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি মনে রাখার কৌশল

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

- ১। কুলটা (অসতী) নারী প্রৌঢ় জন ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে গবাক্ষে (জানালা) বসে মার্তন্ডকে (সূর্য) দেখছেন। অন্যদিকে শুদ্ধোধন গবেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচারী ভাবে অক্ষৌহিনীর সহযোগে বিম্বোষ্ঠ (লাল ঠোঁট) রমণীকে অপহরণ করতে যাচ্ছে।
- ২। স্বৈর রাজা গবেন্দ্র, তাঁর দুই মন্ত্রী গবেশ্বর ও শুদ্ধোধন - কে নিয়ে সকাল বেলায় মার্তন্ড (সূর্য) দেখবেন বলে গবাক্ষ (জানালা) পথে তাকালেন। একদিকে দেখলেন শারঙ্গ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) হাতে এক প্রৌঢ় কুলটা (সমাজ যাদের অসতী বলে) নারী। তার সীমন্ত (সিঁথি) এলোমেলো দেখেলেন অক্ষৌহিনী (২১৮৭০০ যোদ্ধাবিশিষ্ট সেনাদল) সহ তাঁর সেনাপতি ও অন্যান্য মন্ত্রী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আসছেন।

স্বৈর,	মন্ত্রী,	গবেশ্বর,
শুদ্ধোধন,	মার্তন্ড,	গবাক্ষ,
শারঙ্গ,	প্রৌঢ়,	কুলটা

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

- ১। বৃহস্পতি ও বনস্পতি দুই ভাই। তাঁরা পরস্পর তঙ্কর। বৃহস্পতি একাদশ গোম্পদ এবং বনস্পতি ষোড়শ গোম্পদ চুরি করে। তাদের এই চুরি দেখে মনীষা হরিশ্চন্দ্রকে বলে, কী আশ্চর্য! তাঁরা এই চুরির বিচার প্রার্থনা করে ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলির নিকট। পতঞ্জলি বিচারে বলে চোরেরা দ্যুলোকে প্রবেশ করেনা।
- ২। পতঞ্জলি ও মনীষা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর তাকায়। সেই তঙ্করকে (চোরকে) তারা চিনে ফেলে। গত বৃহস্পতিবার ষোড়শ অথবা একাদশ জন মিলে দ্যুলোকের গোম্পদ আর বনস্পতি এরা ধ্বংস করেছে।

পতঞ্জলি	মনীষা	আশ্চর্য	পরস্পর	তঙ্করকে
বৃহস্পতিবার	ষোড়শ	গোম্পদ	বনস্পতি	

নিপাতনে সিদ্ধ

বাচস্পতি অহর্নিশ বাবুর স্নেহের আম্পদ হরিশ্চন্দ্র। তিনি অহরহ শির: পীড়ায় ভোগেন। তাই প্রাত: কালে তিনি ভাস্কর (সূর্য) দেখতে পান না বলে মন: কষ্টে আছেন।

বাচস্পতি	অহর্নিশ	আম্পদ
হরিশ্চন্দ্র	অহরহ	শির: পীড়ায়
প্রাত: কালে	ভাস্কর	মন: কষ্টে

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি

১। মন্ত্রী সংস্কৃতির সংস্কার প্রস্তাব পরিস্কারভাবে উত্থাপন করায় জনমনে উত্থান পতন দেখা দিল।

সংস্কৃতির	সংস্কার	পরিস্কারভাবে
উত্থাপন	উত্থান	

২। চুরির ঘটনা তারা কোনো সংস্কার না রেখেই সংস্কৃত ভাষায় পরিস্কারভাবে উত্থাপন করে এবং এতে এক পরিস্কৃত সংস্কৃতির উত্থান ঘটে।

সংস্কার,	সংস্কৃত,	পরিস্কার,	উত্থাপন
পরিস্কৃত,	সংস্কৃতির,	উত্থান	

তৎসম শব্দ

তৎসম একটি প্রতীকী শব্দ। কারণ এই নামের সাথে সংস্কৃত শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরিভাষা হিসাবে তৎসম শব্দের মূল্য আছে। এখানে তৎ হলো তার, এই তৎ দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে নির্দেশিত করা হয়ে থাকে। তৎ (সংস্কৃত) এর সম (সমান) - এই অর্থে, তৎসম ও বাক্য রীতির বিচারে সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকলেও, সংস্কৃত শব্দ বাংলার শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সংস্কৃতির সমান। যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলাতে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে তৎসম শব্দ বলা হয়।

তৎসম শব্দের উদাহরণ -

মনুষ্য, মস্তক, গৃহিণী, চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র, পৃথিবী, পঙ্কজ, পত্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, মৃত্যু, অঞ্চল, হস্ত, চরণ, মনুষ্য, ভক্তি, আতিথ্য, মঞ্জুর, গমন, ফল, ফুল, লতা, ধর্ম, কর্ম, লাভ, ক্ষতি, শয়ন, গমন, ভোজন, সিংহ, লবণ, জিহ্বা, চর্ম, অদ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, নীর, নারী, ব্যক্তি, দস্যু, দাস, সভা, শৃঙ্গুর, ধন, ঋণ, বন্ধু, আগমন, শক্তি, মুক্তি, জয়, পরাজয়, সন্ধ্যা, পুষ্প, কৃষ্ণ, নিমন্ত্রণ, শ্রদ্ধা, স্পর্শ, ঘর্ষণ, জ্ঞান, জ্ঞাপন, যত্ন, রত্ন, জ্যোৎস্না, তমশা, কর্ণ, কান্না, বৎস, কাক, কল্য, কাংস, কঙ্কন, কেশর, শরীর, জন্ম, পর্বত, রাত্রি, জীবিকা, শয়ন, চক্ষু, জনক, সাগর, প্রবেশ, গগন, জলধি, ছাত্র, শিক্ষা, রাজা, মানব, বৎস, সন্তান, জননী, স্মৃতি, নদ, নদী, পদ্ম, প্রশ্ন, নৃত্য, বর্ষা, গ্রাম, বন, কন্যা, অস্ত্র, রণ, যুদ্ধ, জীবন, অমৃত, রবি, শশী, প্রস্তুত, পথ, ভূমি, সঞ্চয়, সমর, নতুন, নির্গমন, সিন্ধু, ঢাল, তাপস, জল, বণিক, ব্রাহ্মণ, নৌকা, কৃপণ, ক্ষমতা, ক্ষমা, দীক্ষিত, বধূ, পণ, প্রস্থান ইত্যাদি।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

তৎসম শব্দ মনে রাখার কৌশল

১। সূর্য ডুবেছে গগনে চন্দ্র উঠেছে নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। ভবনে বসিয়া ব্রাহ্মণ রামায়ণের
কিছু অংশ পাঠ করছেন, সখী তা শুনছেন। কৃষক গৃহিণী কে তৈলে মৎস ভাজতে আর অন্ন রাধতে বলে
মশক হস্ত ঘৃত ধান্য ক্ষেত দেখতে গেলেন।

২। হস্তে যদি থাকে শক্তি – চন্দ্র সূর্য করবে ভক্তি।
ভবনের পত্র ধর্ম – লাভ ক্ষতি মনুষ্য পর্বতের কর্ম।
সন্ধ্যায় করোনা ভোজন, শয়ন, গমণ।

হস্ত, শক্তি, চন্দ্র, সূর্য, ভক্তি, ভবন, পত্র, ধর্ম, লাভ, ক্ষতি, মনুষ্য পর্বত, কর্ম, সন্ধ্যা
ভোজন, শয়ন, গমণ।

৩। মস্তকে বৃক্ষ পরে কেশরের মৃত্যু হলে ঐ অঞ্চলের আতিথেয় সবাই নিমন্ত্রণ মঞ্জুর করলেন। আসার সময় ফল
পুষ্প আর লতায় ঘেরা পর্বত থেকে দূসূর দলের আগমন ঘটে। পিতা মাতা ভ্রাতা, ভগিনী মিলে নারীরা তখন
জ্যোৎস্না দেখছিল। হঠাৎ দূসূর দেখে তারা কর্ণে হস্ত দিয়ে কান্না শুরু করে দিল। অনেক ব্যক্তি চক্ষু বড় করে
তামাশা দেখতে লাগল।

মস্তক, বৃক্ষ, কেশর, মৃত্যু অঞ্চল, আতিথেয়, নিমন্ত্রণ, মঞ্জুর, ফল, পুষ্প, লতা, পর্বত, দূসূর,
আগমন, পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, নারীরা, জ্যোৎস্না, কর্ণ, হস্ত, কান্না, শুরু, ব্যক্তি,
চক্ষু, তামাশা।

৪। হঠাৎ একদিন বনের সিংহ গ্রামে প্রবেশ করায় সবাই রণ ঘোষণা করল। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সিন্ধু সাগরের জলে
নৌকায় বন্ধুর সাথে ঘুরছিলেন। নদ নদীতে ঘুরে আসার সময় তারা নতুন পদ্ম / পঙ্কজ পেল। তাদের কাছে
সাগের লবণ বর্ষা এলে মিষ্টি লাগত।

বন, সিংহ, গ্রাম, প্রবেশ রণ, ব্রাহ্মণ সিন্ধু, সাগর, জল, নৌকা, বন্ধু, নদ, নদী, নতুন,
পদ্ম / পঙ্কজ সাগর, লবণ, বর্ষা

৫। ঋণের কারনে ধন হারিয়ে কৃষ্ণ দাস মারা গেলে তার শ্বশুর সভায় জনকের নাম জানতে চাইলেন। তিনি
বললেন তার জনক অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে জয় পরাজয়ের কথা না ভেবে জীবন দিয়ে ক্ষমতা এনে দিয়েছিলেন।

ঋণ, ধন, কৃষ্ণ, দাস, শ্বশুর, সভায়, জনক, অস্ত্র, যুদ্ধ, জয়, পরাজয়, জীবন, ক্ষমতা

৬। হঠাৎ বর্ষার আগমনে ছাত্ররা নৃত্য করল। ভূমির সাথে ঘর্ষণের স্পর্শে সন্ধ্যার কাকেরা প্রস্থান করলে সবাই
গগনের দিকে চেয়ে শরীর ছেড়ে শয়নে গেল।

বর্ষা, আগমন, ছাত্র, নৃত্য, ভূমির, ঘর্ষণের স্পর্শ, সন্ধ্যা, কাক, প্রস্থান, গগন, শরীর, শয়নে

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

- ৭। বৎসের জন্মে জনক কিছু রত্ন সঞ্চয় করলেন আর জননী সন্তানের স্মৃতি সবাইকে জানালেন।
বৎস, জন্ম, রত্ন, সঞ্চয়, জনন সন্তান, স্মৃতি
- ৮। আদ্যে রাজা তার বন্ধুকে শিক্ষা দিতে মুক্তি দেন। রাত্রি বেলায় সে সমরে নির্গমনের পূর্বে শশিকে দীক্ষিত করে। সকালের নতুন রবিকে সাক্ষী রেখে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বনিকদের সাথে প্রস্থান করল।
আদ্যে, রাজা, মুক্তি, রাত্রি, সমর, নির্গমন, শশি, দীক্ষিত, সকাল, নতুন, রবি, সাক্ষী, ঢাল, তলোয়ার, বনিক, প্রস্থান
- ৯। জল মানবের তপস্যা দেখে কাংস ও কঙ্কন কাল্য শুরু করে দিল আর জীবিকার পণ নিল।
জল, মানব, তপস্যা, কাংস, কঙ্কন, কাল্য, জীবিকা, পণ

তৎসম শব্দ চেনার উপায়

- ১। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সকল শব্দ তৎসম শব্দ
যেমন: - গ্রহণ, লবণ, মণ, নিষ্পাপ ইত্যাদি
- ২। যে সকল শব্দে রেফ থাকবে এ সব শব্দ তৎসম শব্দ
যেমন: - স্বতঃস্ফূর্ত, মূর্ধন্য, বিসর্গ, বর্ণ, বর্ষা ইত্যাদি
- ৩। ঞ্ যুক্ত শব্দ তৎসম শব্দ
যেমন: - বৃষ্টি, কৃপণ, তৃণভোজী, বৃত্ত ইত্যাদি
- ৪। ফলা (যেমন - ব ফলা, র ফলা, য ফলা ইত্যাদি) শব্দ তৎসম শব্দ
যেমন: - স্বজন, ব্যবহার, বিদ্যা, বিশ্বাস ইত্যাদি
- ৫। ক্ষ ও ঞ্ যুক্ত সকল শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন: - ক্ষ = ক + ষ; পক্ষ, ঞ্ = ক + ষ + ণ; তীক্ষ্ণ।
- ৬। তৎসমসন্ধি সমূহ তৎসম শব্দ।
- ৭। ভূ- মন্ডল সম্পর্কিত শব্দগুলোর বেশির ভাগই তৎসম শব্দ। যেমন: - চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্র

অর্ধ-তৎসম:

অর্ধ-তৎসম শব্দ সরাসরি আর্য শব্দ থেকে বা তৎসম শব্দ থেকে বাংলায় প্রবেশের সময় লোকমুখে কিছুটা বিকৃত হয়েছে।

যেমন- কৃষ্ণ > কেষ্ট, নিমন্ত্রণ > নেমনতন্ন > ক্ষুধা > খিদে ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ মনে রাখার কৌশল

জোছনা কেষ্টকে ভালোবেসে নেমন্তন করতে কুচ্ছিত হলো না। ভালোবাসায় ছেরাদ থাকতে হয়।

শুধু গিনি ভেবে চন্দর রাতে ভোগ করার নাম পেন্নাম নয়।

জোছনা, কেষ্ট, নেমন্তন, কুচ্ছিত, ছেরাদ, গিনি, চন্দর, পেন্নাম।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

তদ্ভব শব্দ

তদ্ভব বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতজাত শব্দ। ‘তৎ’ মানে তা থেকে অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থেকে এবং ‘ভব’ মানে জাত। অতএব ‘তদ্ভব’ শব্দের অর্থ সংস্কৃত থেকে জাত শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আদি রূপ হচ্ছে বৈদিক বা সংস্কৃত। কালে কালে ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে এ ভাষার অনেক শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় অনুপ্রবেশ করে। পূর্বভারতীয় বাংলা ভাষায়ও এ ধরনের অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করে। বাংলা ভাষার উদ্ভব মাগধী প্রাকৃত থেকে। সংস্কৃত শব্দগুলি পূর্বভারতে প্রথমে মাগধী প্রাকৃতের রূপ লাভ করে এবং পরে তা বাংলায় রূপান্তরিত হয়।

যেমন: তৎসম > অর্ধ তৎসম > তদ্ভব শব্দ

চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ, দধি > দহি > দই বধু > বহু > বৌ/বউ

মক্ষিকা > মচ্ছিয়া > মাছ, হস্ত > হথ > হাত, চর্মকার > চম্মুআর > চামার ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ মনে রাখার কৌশল

আখি আজ করেছে কাজ,
মৌ পরেছে বিয়ের সাজ
বৌমা এনেছে মাছ ভাত
মাথায় হাত কানএ দাত,
চাঁদ সই করা তদ্ভব এর কাজ।

আখি, আজ, কাজ, মৌ, বিয়ে, সাজ, বৌমা, মাছ, ভাত, মাথা, হাত, কান, দাত, চাঁদ, সই, তদ্ভব, কাজ।

মিশ্র শব্দ

ভিন্ন দুটি শ্রেণীর শব্দের মিলনে যে নতুন দ্বৈত শব্দের তৈরি হয় তাকে মিশ্র শব্দ বলে।

যেমন:

রাজা- বাদশা (তৎসম+ফারসি)
হাট- বাজার (বাংলা+ফারসি)
হেড- মৌলভি (ইংরেজি+ফারসি)
হেড- পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম)
প্রিষ্টান্ড (ইংরেজি+তৎসম)
ডাক্তার- খানা (ইংরেজি+ফারসি)
পকেট- মার (ইংরেজি+বাংলা)
চৌ- হদ্দি (ফারসি+আরবি)
বেটাইম (ফারসি + ইংরেজি)
শাক সবজি (তৎসম + ফারসি)
মাস্টার মশাই (ইংরেজি + তদ্ভব)
আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)
শ্রমিক মালিক (তৎসম + আরবি)

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

দেশি শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

১। এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় দিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটের জ্বালায় চুলা কুলা ডাব ও ডিংগা নিয়ে টং এর মাচায় উঠল।

গঞ্জ, কুড়ি, ডাগড়, টোপর, চোঙ্গা, চুলা, কুলা, ডাব, ডিংগা, টং মাচা।

২। খোকা ধুতি টোপর পরে বিনুক আর মুক্তার মালা নিয়ে পালতোলা ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে ডাগর ডাগর চোখ খেমটাওয়ালী কচি কুড়ি বয়সী খুকীকে বিয়ে করতে গঞ্জে যাত্রা করে।

খোকার আসার খবর শুনে টেঁকিতে ধান ভেঙ্গে কুলায় ঝেড়ে পিঠা, মুড়ি বানানো হচ্ছে। সাথে চুলায় খড়ে আগুন জ্বালিয়ে হাড়ি পাতিলে ট্যাংরা, কাতলা বাঁটি দিয়ে কেটে রান্না শুরু করল।

বিয়ের কুড়ি দিন পর খোকা হাট থেকে টক তেঁতুল, জলপাই আনল। এই দেখে ঘোমটা পরা ভাবী লাঠি, ঝাঁটা ফেলে ঝাউয়ের মাচা থেকে মই দিয়ে নেমে খোকার কাছে গেল।

কয়েক বছর পর চাঙ্গা খোকা চাটাই বসে জারুল গাছের চোঙ্গা নিয়ে লাউ, ঝিঙা দিয়ে চিংড়ি ঝোল খাচ্ছে। সাথে মোটা কালো টাক খোকার ছাও বানরের মতন ডিগবাজি দিচ্ছে আর ঘুড়ি উড়াচ্ছে।

ধুতি, টোপর, বিনুক, মুক্তা, ডিঙ্গি, নৌকা, ঢোল, ডাগর, খেমটা, কচি, কুড়ি, খুকী, গঞ্জ,

খবর, টেঁকি, ধান, কুলা, পিঠা, মুড়ি, চুলা, খড়, হাড়ি, পাতিল, ট্যাংরা, কাতলা, বাঁটি,

কুড়ি, হাট, টক, তেঁতুল, জলপাই ঘোমটা, ভাবী, লাঠি, ঝাঁটা, ঝাউ, মাচা, মই,

চাঙ্গা, চাটাই, জারুল, চোঙ্গা, লাউ, ঝিঙা, চিংড়ি ঝোল, মোটা, কালো, টাক, ছাও, বানর, ডিগবাজি, ঘুড়ি।

কতিপয় দেশী শব্দ:

টেঁকি, ঢোল, কাঁটা, খোঁপা, ডিঙি, কুলা, টোপর, খোকা, খুকি, বাখারি, কড়ি, ঝিঙা, কয়লা, কাকা, খবর, খাতা, কামড়, কলা, গয়লা, চঙ্গ, চাউল, ছাই, ঝাল, ঝোল, ঠাটা, ডাগর, ডাহা, ঢিল, পয়লা, চুলা, আড্ডা, ঝানু, ঝোঁপ, ডাঁসা, ডাব, ডাঙর, খোঁড়া, চোঙা, ছাল, ঢিল, ঝিঙা, মাঠ, মুড়ি, কালা, বউ, চাটাই, খোঁজ, চিংড়ি, কাতলা, বিনুক, মেকি, নেড়া, কুলা, ঝাটা, মই, বাদুর, বক, কুকুর, তেঁতুল, গাঁদা, শিকড়, খেয়া, লাঠি, ডাল, কলাকে, ঝাপসা, কচি, ছুটি, ঘুম, দর, গোড়া, ইতি, যাঁতা, চোঙা, খড়, পেট, কুড়ি, দোয়েল, খবর, খোঁচা, গলা, গোড়া, গঞ্জ, ধুতি, নেকা, বোবা, একটা ইত্যাদি।

যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রুঢ়ি শব্দ এবং যৌগরূঢ় শব্দমানে রাখার কৌশল

যৌগিক শব্দ

মধুর গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানা ভাব করে রাঁধুনি দৌহিঁকে নিয়ে চিকামারাতে গিয়ে দেখল পিতৃহীন চালক, পাঠক মিতালীর সঙ্গে পাগলামি করছে।

মধুর, গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, রাঁধুনি, দৌহিঁ, চিকামারা, পিতৃহীন, চালক, পাঠক, মিতালী, পাগলামী।

রূঢ় বা রুঢ়ি শব্দ

১। তেলেভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি পাঞ্জাবী পড়ে হস্তির পিঠে উঠে বাঁশি বাঁজায়।

তেলেভাজা, সন্দেশ, প্রবীণ, পাঞ্জাবী, হস্তি, বাঁশি

২। তৈলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে গবেষণার জন্য এক রাখালের প্রবীন শ্বশুর আজ পাঞ্জাবী পরে হস্তীর পিঠে চড়ে দারুণ বাঁশি বাজাতে থাকায় হরিণ মন্ডপ ছেড়ে পালাতে লাগল।

তৈল, ভাজা, সন্দেশ, গবেষণা, রাখাল, প্রবীন, শ্বশুর, পাঞ্জাবী, হস্তী, দারুণ, বাঁশি, হরিণ, মন্ডপ।

যৌগরূঢ় শব্দ

রাজপুত্র পঞ্চজ তোলার উদ্দেশ্যে জলধি যাবার জন্য মহাযাত্রার আয়োজন করলো।

রাজপুত্র, পঞ্চজ, সরোজ, জলধি, মহাযাত্রা।

বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত শব্দ মনে রাখার কৌশল

আরবি শব্দ

বাংলায় আগত আরবি শব্দগুলোকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- ১। প্রশাসনিক ও আইন-আদালত সম্পর্কীয় শব্দ: আদালত, আরবি, আলামত, উকিল, এজলাস, ওজর, কসম, কানুন, খারিজ, মহকুমা, মুন্সেফ, হাজত, রায় ইত্যাদি।
- ২। ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দ: আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ঈদ, কুরআন, হাদীস, কুরবানী, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তেলাওয়াত, তাসবীহ, যাকাত, রাসুল, হাদীস, হালাল, হারাম ইত্যাদি।
- ৩। শিক্ষা সম্বন্ধীয় শব্দ: ওস্তাদ, কলম, কাবিল, কিতাব, কিচ্ছা, কুরসি, খাতা, গায়েব, জামায়াত, তাওহীদ, তাফসীর, তরজমা, দাখিল, দোয়াত, নগদ, ফাযিল, বাকি, বিদায় মুর্শিদ, মুসলিম, হাযির ইত্যাদি।
- ৪। সংস্কৃতি ও বিবিধ বিষয়ক শব্দ: আক্কেল, আখেরাত, আদম, আদমি, আদব, আতর, আরযু, কবর, কিসমাত, খাস, তওফিক, তসলিম, তাজ্জব, তাহযীব, তামুদুন, তালিম, দফা, দুনিয়া, মনযিল, মাকসুদ হাশর ইত্যাদি।

কিছু আরবি শব্দ উপসর্গরূপে বাংলায় প্রবেশ লাভ করেছে।

আরবি থেকে গৃহীত উপসর্গ:

আম (সাধারণ অর্থে) : আমদরবার, আমমোখতার ইত্যাদি।

খয়ের (ভাল অর্থে) : খয়ের খাঁ ইদ্যাতি।

খাস (বিশেষ অর্থে) : খাস কামরা, খাস দখল, খাস দরবার, খাস মহল ইত্যাদি।

গর, গায়র (অভাব অর্থে) : গরমিল, গরমওসুম, গররাজি, গরহাযির ইত্যাদি।

বাজে (বিভিধ অর্থে) : বাজে কথা, বাজে খবর, বাজে নাম, বাজে লোক ইত্যাদি।

লা (না অর্থে) : লা-ওয়ারিশ, লা-খেরাজ, লা-জওয়াব, লা-পাত্তা, লা-মাযহাব ইত্যাদি।

আরবি শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

আরবে ইসলামে বিশ্বাসী ঈমানদার ওয়ু গোসল করে হাদিস কোরআন তসবি পড়ার পর হজ যাকাত ও কোরবানী করে হারাম হালাল ও আল্লাহর পথ মেনে চলে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য উকিল মোক্তার মক্কেল, মুন্সেফ কিতাব, কানুন, দোয়াত, কলম নিয়ে মহকুমা আদালতে এজলাসে বসে রায় খারিজ করেন। ঈদের দিন আলেম এলেম, ইনসান বলে মুসাফির লেবুর ব্যবসায় লোকসানে আছি। বাকির ওজর কেচ্ছা দালালি বাদ দিয়ে নগদ দাও।

ঈমানদার, ওয়ু, গোসল, হাদিস, কোরআন, তসবি, হজ, যাকাত, কোরবানী, হারাম, হালাল, আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম, উকিল, মোক্তার, মক্কেল, মুন্সেফ, কিতাব, কানুন, দোয়াত, কলম, মহকুমা, আদালত, এজলাস, রায়, ঈদ, আলেম, এলেম, ইনসান, মুসাফির, লেবু, ব্যবসা, লোকসান, বাকি, ওজর, কেচ্ছা, দালালি, নগদ।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

ফারসি শব্দ

বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১। ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দ: খোদা, নামাজ, রোজা, ফেরেশতা, বেহেশত, গুনাহ, দরবশে, দোযখ, মরদ, মোল্লা ইত্যাদি।
- ২। প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ: কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।
- ৩। রাজ্য ও যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয় শব্দ: বাদশাহ, নবাব, বেগম, সেপাই, খাজনা, সিপাহী, রসদ ইত্যাদি।
- ৪। আইন আদালত সংক্রান্ত শব্দ: নালিশ, মোকদ্দমা, দারোগা, জেরা, ফৌজ, জরিমানা, জবানবন্দী, রায়, পেশকার, ফয়সালা, মিয়াদ ইত্যাদি।
- ৫। শিক্ষা সম্বন্ধীয় শব্দ: কাগজ, দোয়াত, আরয, গযল, পীর, বুরুগ ইত্যাদি।
- ৬। সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধীয় শব্দ: আতর, গোলাপ, কোণ্ডা, কালিয়া, দালান, চশমা, আয়না, রুমাল, জামা, হালুয়া, শিরনী ইত্যাদি।
- ৭। জাতি ও ব্যবসায় বাচক শব্দ: দর্জি, কোদানদার, কারিগর, কসাই, খানসামা, চাকর, নফর, ভিস্তি, মেথর ইত্যাদি।
- ৮। সাধারণ দ্রব্য সম্বন্ধীয় শব্দ: আওয়াজ, ওজন, নরম, গরম, খবর, মজবুত, জাহাজ, লাল, সবুজ, তাজা, পেশা ইত্যাদি।

কতকগুলো ফারসি তদ্ধিত প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে গঠিত হয়ে বাংলা ভাষায় মিশে গিয়েছে।

ফারসি থেকে গৃহীত তদ্ধিত প্রত্যয়গুলো নিম্নরূপ:

- ঈ : ইরানী, দেশি, বিলাতি ইত্যাদি।
- কর : যাদুকর, ধুনাইকর, কলাইকর ইত্যাদি।
- খোর : আফিমখোর, গাঁজাখোর, গুলিখোর, চশমখোর, হারামখোর ইত্যাদি।
- গিরি : কেরানীগিরি, বাবুগিরি, বাবুর্চিগিরি, বান্দীগিরি ইত্যাদি।
- দান : পানদান, পিকদান, ফুলদান ইত্যাদি।
- দানী : আতরদানী, নিমকদানী, ফুলদানী, সুরমাদানী ইত্যাদি।
- দার : তহসিলদার, দোকানদার, পোদ্দার, শিকদার ইত্যাদি।
- দারী : তহসিলদারী, মনসবদারী, ফৌজাদারী ইত্যাদি।
- বাজ : ধড়িবাজ, ফন্দিবাজ, মামলাবাজ, মোকদ্দমাবাজ ইত্যাদি।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

ফারসি থেকে গৃহীত উপসর্গগুলো নিম্নরূপ:

কম (স্বল্প অর্থে) : কম-আক্কেল, কমজোর, কমবখত, কমপোখত ইত্যাদি।

কার (কাজ অর্থে) : কারখানা, কারবার, কারচুপি, কারসাজি ইত্যাদি।

দর (অধীন, মধ্যস্থ অর্থে) : দরকার, দরখাস্ত, দরদালান, দরপত্তনী, দরপাট্টা ইত্যাদি।

নিম (আধা অর্থে) : নিমখুন, নিমমোল্লা, নিমরাজি ইত্যাদি।

না (না অর্থে) : না-কাম, নাখোশ, নাচার, নামনজুর, নামরদ, নারায়, নালায়েক ইত্যাদি।

ফি (প্রতি অর্থে) : ফি-বছর, ফি-মাহিনা, ফি-হপ্তা, ফি-রোজ, ফি-সন ইত্যাদি।

ব (সহিত অর্থে) : বকলম, বনাম, বমাল ইত্যাদি।

বদ (মন্দ অর্থে) : বজ্জাত, বদবখত, বদমেজাজ, বদরাগী, বদহাল ইত্যাদি।

বে (না অর্থে) : বেআক্কেল, বেআদব, বেকসুর, বেকার, বেকায়দা, বেখবর, বেগতিক, বেতার, বেনজির, বেমওকা, বেমালুম, বেলেহাজ, বেশরম, বেহাত, বেহায়া ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল :-

- ১। নামাজ রোজা করলে বেহেস্ত আর গুনাহ করলে দোযখ,
ফেরেস্তারা গুনাহর হিসাব রাখবে, আর পয়গম্বর খোদার কাছে গুনাহ মাপের গুপারিশ করবে।

নামাজ,	রোজা,	বেহেস্ত,	গুনাহ,	
দোযখ,	ফেরেস্তা,	পয়গম্বর,	খোদার,	গুপারিশ

- ২। ফারসি বুর্জোয়ারা আঁতাত করলেও কুপন ছাড়া ফিরিস্তির মত কার্তুজ নিয়ে রেস্তোরা, ক্যাফে ডিপোতে প্রবেশ করে না।

বুর্জোয়া, আঁতাত, কুপন, ফিরিস্তি, কার্তুজ, রেস্তোরা, ক্যাফে, ডিপো।

- ৩। ফরিয়াদি সালিশের জন্য মুনশীর জন্য কাছে নালিশ করতে গেলে বেগম বাদশাহ, জমিদার আসামীকে জরিমানা ও খাজনা দিতে বলল। আফসোস, আলুর আমদানী রপ্তানী কম হওয়ায় বাগান থেকে বস্তা ভরে মরিচ, সবজি, পশম নিয়ে পাইকারী বিক্রেতা চশমা পরা চশমখোরের কারসাজিতে বদমাস জানোয়ার সুজমিয়ার আস্তানাতে নিয়ে গেল।

- ৪। বুর্জোয়া ইংরেজ ও দিনেমাররা জাহাজে বসে ক্যাফেতে পিজা ও বিস্কুট খেতে খেতে রেস্তোরার পাশে গ্যারেজে ম্যাটিনির রেনেসা দেখবে বলল।

- ৫। সকল রং ফারসি শব্দ ৪ টি রং ব্যাতিত

৪ টি রং

কালো - দেশি শব্দ

ম্যাজেন্টা - ইতালি শব্দ

নীল - তৎসম শব্দ

চকলেট কালার - ম্যাক্সিকান শব্দ।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

গ্রীক শব্দ মনে রাখার কৌশল :-

গ্রীকের সেমাইয়ের দাম বেশী।
সেমাই, দাম

তুর্কি শব্দ মনে রাখার কৌশল :-

- ১। এক তুর্কি উজবুক দারোগা তোপের বসে তার কুলি ও চাকরকে মুচলেকা দিয়ে বলল যদি জঙ্গলে গিয়ে চাকু ও কাচি দিয়ে লাশ কাটতে পার তবে আমার বাবুর্চি তোমাদের চকমক কোর্মা রেখে খাওয়াবে।

উজবুক, দারোগা, তোপ, কুলি, চাকর, মুচলেকা, জঙ্গল, চাকু,
কাচি, লাশ, বাবুর্চি, চকমক, কোর্মা।

- ২। বিবি বেগম কোর্মা খায় বাহাদুর বাবা দেশ চালায়। দারোগা বাবু তাকিয়ে দেখে গালিচায় কুলির লাশ। চাকু হাতে বাবুর্চি তাই দেখে হতবাক। সুলতান মাহমুদ বন্দুক নিয়ে দৌড়ে পালায়।

বাবা, দারোগা, কুলি, লাশ, চাকু, বাবুর্চি, সুলতান, বন্দুক।

- ৩। দারোগা বাহাদুর বাসায় আসবেন। তাই দাদা বাড়ির চাকর খাতুন বেগম কে দিয়ে বাবুর্চি কে খবর পাঠালেন।

- ৪। সুলতান দারোগার বাবা আলখেল্লা পরে বেগম রহিমা খাতুন ও চাকরকে সাথে নিয়ে শিকারে গেলেন। তার বন্দুকের গুলিতে চাকুওয়ালা বাবুর্চি এবং কুলির লাশ পড়লে সাজা ভোগ শেষে মুচলেকা দিয়ে জনগনের বারুদ নেভালেন।

বাবা, দারোগা, কুলি, লাশ, চাকু, বাবুর্চি, সুলতান, বন্দুক, বারুদ, চাকর, মুচলেকা,
খাতুন, আলখেল্লা।

চীনা শব্দ মনে রাখার কৌশল :-

- ১। সাম্পান ঘরে লিচুর সচ দিয়ে লুচি খায়, কিন্তু চীনার চিনি ছাড়া চা পছন্দ করে না।
২। চীনার চিনির চা লিচুর মত লাগে, সাম্পান।

ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখার কৌশল :-

ওলন্দাজরা হরতন রুইতন ইস্কাপন ও টেকাদিয়ে তাসে তুরূপ খেলে ইংরেজদের সাথে।
হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, টেকা, তাস, তুরূপ, ইংরেজ।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

পতুগীজ শব্দ শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

- ১। গীর্জার পাদ্রীটি আনারস ও পাউরুটি বালতিতে ভরে গোদামের আলমারীতে রেখে তালা মেরে চাবি নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোর এসে আলপিন দিয়ে তালা খোলে তা চুরি করলো। বাড়ির চাকর চাকু ও তোপ (বন্দুক) দিয়ে দারোগাকে হত্যা করে চাকরানীকে কে নিয়ে পালিয়ে গেলো।
- ২। গীর্জার পাদ্রী চাবি দিয়ে গুদামের আলমারি খুলে তাতে আনারস পেঁপে পেয়ারা আলপিন ও আলকাতরা রাখলেন। কেরানি দিয়ে কামরা পরিষ্কার করে জানালা খুলে দিলেন। তারপর পেরেক ইস্ত্রি ইস্পাত ও পিস্তল বের করে বালতিতে রেখে বোমা বানালেন।

গীর্জা, চাবি, গুদাম, আলমারি, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, আলপিন, আলকাতরা, কেরানি, কামরা, জানালা, পেরেক, ইস্ত্রি, ইস্পাত, পিস্তল, বালতি, টুপি, সাবান, বোতাম, পাউরুটি, মিস্ত্রি, পেরেক, ইংরেজ, নিলাম ও বেহালা।

- ৩। গীর্জার পাদ্রী গুদামের বড় কামরার আলমারির চাবি খুলে বালতি ভর্তি পাউরুটি, আনারস, আতা, আচার, কাবাব এবং কেরানিকে দিয়ে ইস্পাতের অন্য বাসনে আলকাতরা, আলপিন, ফিতা নিয়ে বেরিয়ে এসে সাবান মার্কা তোয়ালে পেতে বসলেন।

গীর্জা, পাদ্রী, গুদাম, কামরা, আলমারি, চাবি, বালতি, পাউরুটি, আনারস, আতা, আচার, কাবাব, কেরানি, ইস্পাত, বাসন, আলকাতরা, আলপিন, ফিতা, সাবান মার্কা, তোয়ালে।

ফরাসী (ফ্রান্স) শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

ওলান্দাজদের প্রোগ্রামে ইংরেজারা জিপ গাড়িতে করে রেস্টুরায় যায়। এদিকে ফিরিস্জি, বুর্জোয়ারা রেস্টুরায় স্থান না পেয়ে রেনেসা যুগের মতন আঁতাত না করে কার্তুজ, কুপনের আঁশ রেখে জিন্দাবাদ বলে ক্যাফেতে যায়।

ওলান্দাজ, প্রোগ্রাম, ইংরেজ, জিপ, রেস্টুরা, ফিরিস্জি, বুর্জোয়া, রেনেসা, আঁতাত, কার্তুজ, কুপন, আঁশ, জিন্দাবাদ, ক্যাফে

পাঞ্জাবি শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

শিখ দের কাছে পাঞ্জাবির চাহিদা অনেক।

জাপানি শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

- ১। কারাটে জুড়ো হাসনাহেনা ফুল কিনতে রিকসায় করে হারিকিরিতে গেলো।
- ২। জাপানিরা জুড়ো, কম্ফু, কারাতে খেলে হারিকেনসহ রিস্ত্রায় করে হাসনাহেনা ফুল নিয়ে প্যাগোডায় যায়, সুনামির ভয়ে সামপানে চড়ে হারিকিরি করে।

জুড়ো, রিকসা, হারিকিরি, কম্ফু, হারিকেন, হাসনাহেনা, প্যাগোডা, সুনামি, সামপান

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

গুজরাটি শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

গুজরাটিরা **হরতাল** এর দিন কোন **জয়ন্তী** হলে **খদ্দর** পরে।
হরতাল, জয়ন্তী, খদ্দর।

হিন্দি শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

ভারতীয় **দাদা নানা**দের **কাহিনি** শুনে **বাচ্চারা** **খানাপিনা** ও **পানি** ছেড়ে দিয়ে **মিঠাই** ও **চানাচুর** ধরেছে।
এসব **বার্তা** পেয়ে সিলেটী **পুরি**রা **সাচ্চা টহল** দিতে শুরু করেছে।

ইটালিয়ান শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

ইটালিয়ান **মাফিয়ারা** **সনেট** ও **ম্যাজেন্টাকে** এক জিনিস মনে করে।

মায়ানমার শব্দ মনে রাখার কৌশল: -

বর্মিরা **লুঙ্গি ফুঙ্গি** পছন্দ করে। (লুঙ্গি , ফুঙ্গি)

বাংলা ভাষায় ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন ভাষা থেকে আসারও শব্দ

ইন্দোনেশিয়ান শব্দ: বর্তমান, কতাবি ইত্যাদি।

মিশরীয় শব্দ: মিছরি, ফ্যারাও ইত্যাদি

উর্দু শব্দ: খানম, খাতুন, বাহাদুর, সওগাত ইত্যাদি।

উর্দু-হিন্দি শব্দ: আচ্ছা, কুত্তা, চরখা, বাচ্চা, মিলানা ইত্যাদি।

পোশতু শব্দ: পাখতুন, পোশু, পোস্তান (বইয়ের), শেরওয়ানী, সরাইখানা ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ: হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরূপ, ইস্ফুপ, ওলন্দাজ, দিনেমার, আলেমান, ইংরেজ ইত্যাদি।

চীনা শব্দ: গুলচি, চা, চিনি, লিচু, লুচি, সাকুরা ইত্যাদি।

তিব্বতি শব্দ: লামা, শেরপা ইত্যাদি।

দক্ষিণ আফ্রিকী শব্দ: জেব্রা, গন্ডোলা ইত্যাদি।

অস্ট্রেলীয় শব্দ: ক্যাঙ্গারু, বুমেরাং ইত্যাদি।

পেরুর শব্দ: কুইনিন ইত্যাদি।

মালয় শব্দ: গুদাম, সাগু ইত্যাদি।

রুশ শব্দ: বলশেভিক, মস্কোভিচ, সোভিয়েত ইত্যাদি।

গ্রীক শব্দ: কেন্দ্র, কোণ, দাম, সুড়ঙ্গ, ইউনানি ইত্যাদি।

প্রাচীন পারসিক শব্দ: পুথি, মুচি, মোজা ইত্যাদি।

ম্যাক্সিকান শব্দ: চকলেট ইত্যাদি।

ইটালি শব্দ: সনেট, রোম, ম্যাজেন্টা ইত্যাদি।

তামিল শব্দ: চুরুট, কলা, ভিটা ইত্যাদি।

সিংহলী শব্দ: বেরি বেরি, সিডর ইত্যাদি।

মারাঠি শব্দ: চেথি, বর্গী ইত্যাদি।

জার্মান শব্দ: কিন্ডার গার্ডেন, নাৎসি ইত্যাদি।

সাঁওতাল শব্দ: কম্বল, ময়ুর, হাঁড়িয়া, যোদ্ধা ইত্যাদি।

দ্রাবিড়ীয় শব্দ: আলতো, ঝোল ইত্যাদি।

হিব্রু শব্দ: শয়তান ইত্যাদি।

বাংলা ব্যাকরণ + ব্যাকরণের বিভিন্ন কৌশল

মুসলমান আত্মীয় সম্পর্কিত শব্দ

মা - তদ্ভব শব্দ

বাবা - তুর্কি শব্দ

খালা - আরবী শব্দ

ভাই, বোন, নানা, নানী, দাদা, দাদী, মামা, মামী, চাচা চাচী হিন্দি শব্দ

তদ্ভব শব্দগুলি বাংলা ভাষার মূল উপাদান। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশই

তদ্ভব শব্দ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খ্যাতনামা লেখকদের রচনার শতকরা ৬০ ভাগ শব্দই তদ্ভব।

এই তদ্ভব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

সাধু ভাষায় ৮৫% শব্দই তৎসম শব্দ।

বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের প্রচলন রয়েছে শতকরা পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মত।

বিভিন্ন উপায়ে বাংলা ভাষার শব্দ গঠন

১। উপসর্গযোগে শব্দ গঠন: এ প্রক্রিয়ায় ধাতু বা শব্দের পূর্বে উপসর্গযুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।

যেমন: - প্রতি+রোধ = প্রতিরোধ; উপ+শহর = উপশহর ইত্যাদি।

২। প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: এ ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।

যেমন: - পড়+আ = পড়া পশ্চিম+আ = পশ্চিমা।

৩। সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন: দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।

যেমন: - বছর বছর = ফি বছর; নীল যে আকাশ = নীলাকাশ।

৪। সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন: এই প্রক্রিয়ায় পাশাপাশি দুটি বর্ণের একত্রীকরণ ঘটে এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি

হয়। যেমন: - হিম+আলয় = হিমালয়; পর+উপকার = পরোপকার।

৫। বিভক্তির সাহায্যে শব্দ গঠন: এ ক্ষেত্রে কতগুলো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে একধরনের নতুন শব্দ

তৈরি করে। যেমন: - কর+এ = করে; রহিম+এর = রহিমের ইত্যাদি।

৬। দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে: দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ তৈরি হয়।

যেমন: - ঠনঠন, শনশন, মোটামুটি, তাড়াতাড়ি ইত্যাদি।

৭। বিদেশি শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি: বিদেশি শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটেও বাংলা ভাষায় বেশ কিছু শব্দ তৈরি

হয়েছে। যেমন: - Tubewell (ট্রিপকল), Office (অফিস) ইত্যাদি।

৮। অনুবাদের মাধ্যমে: বিদেশি শব্দের অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ হয়েছে।

যেমন: - Lions share (সিংহভাগ), Son of soil (ভূমিপুত্র) ইত্যাদি।